তারিখ : 29 MAY 2013
পৃষ্ঠা ...

দৈনিক ইত্তেফাক

কারিগরি শিক্ষার সাতকাহন

কর্মদক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পৃথিবীর সব দেশেই কারিগরি শিক্ষার ওপর যথেষ্ট জোর দেয়া হয়। দেরিতে হলে আমাদের দেশেও কারিগরি শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি দেশে রয়েছে কারিগরি শিক্ষার অনেক প্রতিষ্ঠান

● বারেক কায়সার

এসএসসির ফল প্রকাশের পর এবার শুরু হয়েছে ভর্তিযুদ্ধ। ভর্তির বিষয়ে নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত। না হলে খেসারত দিতে হয় শিক্ষার্থীদের। শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম একটি ধারা হচ্ছে কারিগরি শিক্ষা। কর্মদক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পৃথিবীর সব দেশেই কারিগরি শিক্ষার ওপর যথেষ্ট জোর দেয়া হয়। দেরিতে হলে আমাদের দেশেও কারিগরি শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি দেশে রয়েছে কারিগরি শিক্ষার অনেক প্রতিষ্ঠান। এসএসসির পর এসব কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ মেলে। দেশে প্রায় ২ শতাধিক সরকারি-বেসরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট রয়েছে। এদের মধ্যে সরকারি রয়েছে ৪১টি। ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট রয়েছে ৯০টি। গ্যাস ও সিরামিক ইন্সটিটিউট রয়েছে একটি। টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট রয়েছে ২৪টি। লেদার টেকনোলজি একটি। পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ছাড়াও ভর্তির সুযোগ রয়েছে প্যারামেডিকেল ইন্সটিটিউট, হোমিওপ্যাথিক কলেজ, শারীরিক শিক্ষা কলেজ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, সরকারি সঙ্গীত কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে। দেশে চারটি সরকারি এবং ৩০টি বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক কলেজ রয়েছে। সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ রয়েছে ৩২টি আর সরকারি সঙ্গীত কলেজ রয়েছে চারটি। এসব কোর্স সমাপ্ত করে নিজে নিজেই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে নিতে পারবেন অথবা খুব সহজে পাবে একটি চাকরি। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার সুযোগতো রয়েছে। যারা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট থেকে ডিপ্লোমা শেষ করবেন তাদের ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে ঢাকা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েট)। কারণ এ বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট থেকে ডিপ্লোমাধারীদের জন্য সংরক্ষিত। অন্যদেরও দেশে এবং বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ রয়েছে।

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং: কারিগরি শিক্ষার জন্য চার বছরমেয়াদি এ কোর্সটি শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দ। এ কোর্স সম্পন্ন করা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা ব্যাপক। সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটি পড়ানো হয়।

ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং: এসএসসি উত্তীর্ণদের চার বছরমেয়াদি এ কোর্সে ভর্তিও সুযোগ রয়েছে। দেশে ছয়টি সরকারি এবং ১৮টি বেসরকারি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট রয়েছে।

ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার: পেশা হিসেবে এগ্রিকালচার ডিপ্লোমাধারীদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারাদেশে ১৩টি সরকারি এবং ১১৩টি বেসরকারি কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে চার বছরমেয়াদি ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার শিক্ষাক্রমটি পড়ানো হয়।

ডিপ্লোমা ইন সার্ভেয়িং ইঞ্জিনিয়ারিং: বাংলাদেশে দুটি সরকারি সার্ভে ইন্সটিটিউটে চার বছরমেয়াদি ডিপ্লোমা ইন সার্ভেয়িং ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পড়ানো হয়। প্রতিষ্ঠান দুটি রাজশাহী এবং কুমিল্লায় অবস্থিত। এর মধ্যে রাজশাহীতে ৮০টি এবং কুমিল্লায় ৪০টি আসন রয়েছে।

ডিপ্লোমা ইন গ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং: প্রিন্টিং সেক্টর এবং দেশের টিভি চ্যানেলগুলোয় গ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ঢাকার তেজগাঁওতে চার বছরমেয়াদি এ কোর্সটি চালু রয়েছে গ্রাফিক আর্ট ইন্সটিটিউটে। আসন সংখ্যা ৮০টি।

ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং: নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজিতে চার বছরমেয়াদি এ কোর্সটি চালু রয়েছে। এখানে দুটি স্পেশালাইজেশন আছে মেরিন অ্যান্ড শিপবিল্ডিং। আসন সংখ্যা মেরিন ২০টি এবং শিপবিল্ডিং ২০টি।